জেলায় প্রতিনিধিস্থানীয় দৈনিক Postal Regd. No. WB/SSP/MNP/RNP-36

বিপ্লবী মেদিনীপুর টাইমস্

Mob. 9434243408 / 7602503232.. E-mail : bmt.dailynews@gmail.com

(Govt. of India Regd No. - 44017/86) (Member of press council of India)

৩১ আষাঢ়, ১৪২৪ □ ১৬ জুলাই, ২০১৭ □ রবিবার □ (৩৩ বর্ষ ২২১ সংখ্যা/প্রথম প্রকাশ ১১ই নভেম্বর ১৯৮৪), Regd.of India ৩২ বর্ষ ১৭৭ সংখ্যা □ মূল্য-২ টাকা

# বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক উন্নয়নের কাহিনী

**প্রভাকর সেনগুপ্ত**

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এ.পি.জে. আব্দুল কালামের আত্মজীবনীতে কোরানের একটি সূত্র গৃহীত হয়েছে। উদ্ধৃতিটি হল ঃ

"We create and destroy and again re-create in forms of which no one knows"

সত্যিই, আমরা আবার সৃষ্টি করি, কিন্তু কেউ জানে না কোন আকারে সেটি ঘটে থাকে।

অত্যন্ত আনন্দের কথা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক রঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয় পুনরায় উপাচার্যরূপে নিযুক্ত হয়েছেন এবং ৬ই জুলাই, ২০১৭ থেকে সেই দায়িত্বভার গ্রহন করেছেন। তাঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

শিক্ষার উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা এতটাই শক্ত ভিতের উপর রয়েছে যে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়কে পিছিয়ে নিয়ে যাবার কোনো প্রচেষ্টাই টেকে না। তাই রাজ্য সরকার উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করেই মেদিনীপুরের ও দেশের এই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে আরো উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। গর্বের এই প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বভার নিলেন দ্বিতীয়বারের জন্য এমন একজন অধ্যাপক যিনি খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, গবেষক, বড়ো মাপের শিক্ষক ও সুদক্ষ প্রশাসক এবং অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। তাঁর বহুছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে জেনেছি এবং নিজেও উপলব্ধি করেছি তিনি জ্ঞানি অধ্যাপক ও সুবক্তা। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাবে অগনিত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকা ও আপামর জন সাধারণের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে।

আমি ১৯৮৪ সাল থেকে শুরু করে ২০০২ পর্যন্ত মহিলা মহাবিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালন করেছি। এসেছিলাম কলকাতার সিটি কলেজ থেকে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালযের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম সক্রিয়ভাবে। ২০১৬ সালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশে কয়েকটি কলেজ পরিদর্শন করেছি মাননীয় আধিকারিকদের সঙ্গে। বয়স বাড়লেও মানুষের মন ও বুদ্ধির সক্রিয়তা ম্লান হয় না।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচুর আধুনিক ধ্যান ধারনা ও প্রযুক্তির প্রবেশ হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো হবে। আজকের প্রশাসনিক তৎপরতা ও সক্রিয়তা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি। সবাইকে আধুনিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শান্তভাবে এবং দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে হয়। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কাছে তীর্থ ক্ষেত্র স্বরূপ। নানা কারনে

□ এরপর ৪র্থ পাতায়

Downloaded from Vidyasagar University; Copyright (c) Vidyasagar University
http://ecircular.vidyasagar.ac.in/DownloadEcircular.aspx?RefId=201707174782

# বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের

□ ১ম পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আমাদের যেতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এখন তার সেরা পরিবেশে রয়েছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে মুগ্ধ হয়ে যাই তার কাঠামোগত শ্রীবৃদ্ধি, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উন্নয়ন মূলক ব্যবস্থাগুলি লক্ষ্য করে। আমার যেন মনে হয় এখানে ঋষিতুল্য উপাচার্য ও মহান শিক্ষকবৃন্দ তাঁদের কাজ করে চলেছেন নীরবে অরণ্য ও আধুনিকতার পরিবেশে। আর আমাদের অত্যন্ত স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা বড়ো হবার জন্য শান্তভাবে শান্তিতে সাধনা করছেন। আমরা বাইরে থেকে ছাত্র-শিক্ষক-আধিকারিক ও উপাচার্য মহাশয়ের সেই চিরন্তন সাধনার কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি মাত্র। সাধনার ক্ষেত্রটিকে তীর্থ ক্ষেত্ররূপে গ্রহন করে অতি সাবধানে সবাইকে এগিয়ে যেতে হয়।

আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের মানুষ নই, তাঁদেরও অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Edith Hamilton এর একটি বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করছি যা সবার মনে রাখা উচিৎ। উক্তিটি হল : "When the freedom, they wished fore most was freedom from responsibility, then Athens ceased to be free and was never free again." সমাজটাকে উঁচু স্তরে ধরে রাখার চেষ্টায় বিরত হলে চলবে না। There in no holiday from virtui আমরা কর্তব্য থেকে ছুঁটি নিয়ে মাঝে মাঝে অকর্তব্য করতে পারি না। আমি ১৯৮৪ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে কিছুটা জানি। অনেক সময়, অনেক প্রচেষ্টা ও অনেক শুভবুদ্ধির ফসল আজকের এই বিশ্ববিদ্যালয়। কত মাননীয় উপাচার্যবৃন্দ, শিক্ষক, শিক্ষিকাবৃন্দ, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে নীরবে কাজ করে গেছেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় খুব ভালো পরিবেশে ও ভালো অবস্থায় রয়েছে। স্বয়ং আচার্য রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর সমাবর্তন ভাষনে বিশ্ববিদ্যালযের সাফল্য বর্ণনা করেছেন। স্বয়ং উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা করেছেন, উন্নতি কামনা করেছেন। আধুনিকতা ও নবীনতার যে পতাকা উড়ছে বিশ্ববিদ্যালযে তাকে সম্মান জানিয়ে তার কান্ডারীদের বিশেষ করে উপাচার্য মহোদয়, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও আধিকারিকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীরা যে সৃষ্টির কাজে ও তৈরীর কাজে যুক্ত আছেন তাঁদের সবাইকে নমস্কার ও অভিনন্দন জানাবো। সবার উপরে রয়েছেন রাজ্য সরকার, শিক্ষা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যাললয় মঞ্জুরী কমিশন।

আমি বহুবার স্থানীয় পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁর উপাচার্যবৃন্দ ও শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে কিছু কথা লিখেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন হয়েছিল ১৯৯৫ সালের ৯ই জানুয়ারী। প্রথম সমাবর্তনে এসেছিলেন মাননীয় আচার্য ও রাজ্যপাল কে.ভি. রঘুনাথ মঙ্গল শঙ্খের প্রতিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র প্রাঙ্গন। সেই প্রথম আনন্দধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে এখনও এবং চলবে অনন্ত সময় ধরে।

তখন অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ছিলো তেত্রিশটি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের জন্য উনিশটি বিভাগ ছিল করেসপনডেন্স কোর্স সহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে, তার নীতি নির্ধারণের সঙ্গে দীর্ঘ আঠারো বছর যুক্ত থাকার সুবাদে বহু জ্ঞানী গুনী মানুষের সহচর্যলাভ করে ধন্য হয়েছি। সে অনেক কথা, কিন্তু দুজন মহাজনের নাম না করলেই নয়. তাঁরা হলেন প্রথম উপাচার্য অধ্যাপক ভূপেশ মুখোপাধ্যায় ও প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব এ ডব্লিউ মামুদ সাহেব। যিনি তখন আমার মতনই নমিনেটেড কাউন্সিলের সদস্য। অধ্যাপক ভূপেশবাবুকে কেউ ভুলতে পারেন না, মামুদ সাহেবকেও ভোলা যায় না। এঁদের সঙ্গে আমার প্রচুর যোগাযোগ থাকতো। দুজনেই ছিলেন মহাজন, রাজ্যপাল ও আচার্য অধ্যাপক নুরুল হাসান সাহেব যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন তখন তাঁর বসার মতন চেয়ার ছিলো না বিশ্ববিদ্যালয়ে। মান্যবর ভূপেশবাবু মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের চেয়ারটি চেয়ে নিয়েছিলেন অধ্যাপক হাসান সাহেবকে বসানোর জন্য। ভূপেশবাবু ও মামুদ সাহেব প্রায়ই আসতেন গোপ প্রাসাদে কখনও ফোন করতে, কখনও কথা বলতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোনও অচল থাকতো কখনও কখনও। ভূপেশবাবু ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের শ্রদ্ধেয় মাস্টার মশাই।

উপাচার্যবীরেন গোস্বামী মশাই যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনেই অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন তখন তাঁকে কলেজের ছোটো বাসে তুলে মেদিনীপুর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। আবাসিক ছাত্রীরা অসুস্থ হলে কলেজের বাসে শহরে পাঠাতাম চিকিৎসার জন্য। এইসব কাজ করে ধন্য হতাম, সার্থক হতাম। সব দিকেই নজর থাকা চাই। এ সবই প্রথম দিকের কথা।

বাড়তে বাড়তে এখন বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বড়ো হয়েছে, সুন্দর হয়েছে। জ্ঞানের নতুন নতুন প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উপাচার্য মহোদয় ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ তে অনুষ্ঠিত ১৯ তম সমাবর্তনে তাঁর ভাষনে যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। "The overall achievement of our University in the last one year gives us a tremendous confidence and indicates that we are moving in the right direction in consonance with ourt Vision and Mission, with a firm determination. But this is not the end, it is rather a beginning and we have to work harder and harder as a team to achieve bigger and higher gools both in the field of higher education and social regeneration. We have to rededicate ourselves with absolute commitment and dedication to make Vidyasagar University as one of the best research and innovative Universities in the country." তাঁর বক্তব্যের শেষ অংশে .... উপাচার্য মশাই ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন "Your University bears through you the glorious legacy of Pandit Iswar Chandra Vidyasagar who was a life long crusader fighting for justice and equality, for modernity and humanitarianism."

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ UGC, DST, DBT, CSIR, ICHR, ICSSR, ICMR এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে গবেষনার জন্য যে অনুদান পেয়েছেন, উপাচার্য মহোদয় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়েছেন তাঁর ভাষণে। সেখান থেকে আমরা জানতে পারি গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০১৬-২০১৭ বর্ষে মোট অনুদান পেয়েছেন (Rs. 1,68,29007) ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৯ হাজার ৭ টাকা।

২০০৬-২০০৭ সালে উচ্চশিক্ষা বিভাগের বিবরণ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মোট মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিলো ৩৮৩টি। বিগত পাঁচ বছরে আরো ৪৭টি নূতন কলেজ হয়েছে। দুই মেদিনীপুরে কলেজের সংখ্যা ছিল উনচল্লিশটি। এখন দুই জেলায় মোট মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা একশত বাইশটি, এখন ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা হল ৪২টি। সরকারী কলেজের সংখ্যা ২ থেকে বেড়ে হযেছে ১২টি, আইন কলেজের সংখ্যা হল ৪টি, বি.এড কলেজের সংখ্যা মোট ৫৬টি এবং প্যারা মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ৪টি, আরো ৪টি কলেজ আছে যার মধ্যে দুটিতে এম.এস.ডব্লিউ এবং ২টিতে এম.বি.এ পড়ানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষার স্টাডি সেন্টার রয়েছে ৫৪টি প্রতিষ্ঠানে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও বাণিজ্য বিভাগে ১৩টি বিষয় এবং বিজ্ঞান বিভাগে ১৪টি বিষয় পড়ানো হয়। বহু মহাবিদ্যালয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স পড়ানো হচ্ছে। শিক্ষা এখন দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে সর্বত্র। Conservatism শেষ হয়েছে। রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ২৭টি। পূর্বে ছিল ১৯টি। স্বল্প সময়ের মধ্যে মোট ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে সিধু-কানু-বিরসা ও বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় সহ। শ্যামপিত্রোদা কমিশনের রিপোর্টেও বহু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা বলা হয়েছিল। দ্রুত এত বিশ্ববিদালয় ও কলেজ খোলা সম্ভব হচ্ছে রাজ্য সরকারের দূরদৃষ্টি ও উপাচার্যবৃন্দ সহ বহু জ্ঞানী গুনী মানুষের প্রচেষ্টায়। অনেক কঠিন কাজ সহজ হয়েছে রাজ্য সরকারের সুযোগ্য নেতৃত্বদানের জন্য।

আমাদের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদালয় দেশের প্রায় আটশত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সাতাশি স্থানে রয়েছে। বড়ই গর্বের বিষয়। বহু প্রচেষ্টার ফসল এটি। মাননীয় রাজ্যপাল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তাঁর ২০১৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারীর সমাবর্তন ভাষনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার কিছু অংশ তুলে ধরছি সবার অবগতির জন। তিনি লিখেছেন : A University stands for humanism, for tolerance, for reason, for progress, for the adverture of ideas and for the search for truth. It stands for the onward march of the human race towards even higher objectives. Vidyasagar University is well equipped to provide the leadership and play a pivotal role in improving the quality of higher education. The efforts made by professor Ranjan Chakrabarti, the Vice-Chancellor, the officers teaching and support staff of the University to develop it into an institution of repute must be acknowledged and appreciated. I am impressed the way it has grown into a model University during the last five years.

I would like to place on record my appreciation of the efforts of the Vice-chancellor for his dynamić ability and initiative in prioritizing infrastructural and academic development which can become and impetus to re-search and quality education in the long run.

বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট অধ্যাপকের সংখ্যা হল ১৬১ এবং আধিকারিকের সংখ্যা ২৪, শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা ১৩৯টি। স্বাভাবিক নিয়মে কিছু পদ খালি হয়ে যায় আবার সেগুলি পূরণ করার প্রচেষ্টাও চলতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে (২০১৬-২০১৭) মোট ৩৪৪৯ জন ছাত্রছাত্রী আছেন। ২০১৫ তে পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে পাশ করেছেন ১৪৮৬ জন এবং ২০১৬ তে ১৫০৬ জন ছাত্রছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো নির্মান ও মেরামতের জন্য P.W.D. র মাধ্যমে বিপুল কাজ করা হয়েছে। শ্রেণীকক্ষ, আবাসন ও প্রশাসনিক ভবনগুলির বিস্তার ঘটেছে বিপুলভাবে মাননীয় উপাচার্যের নেতৃত্বে। রাজ্য সরকার, UGC, RUSA এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় এখন স্মার্ট ক্যাম্পাস রূপে ঘোষিত হয়েছে। গর্বে ভরে যায় মন, যখন জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলিতে আবহাওয়া সম্পর্কে ঘোষনা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Meteorological Park থেকে। নূতন প্রকাশনা বিভাগ থেকে বিদ্যাসাগর রচনাবলীর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়েছে, আমাদের গর্বিত করে মস্তবড়ো Auditorium হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই। নাম বিবেকানন্দ অডিটোরিয়াম। উল্লেখযোগ্য যে আদিবাসীদের সম্পর্কে গবেষনার জন্য একটি সেন্টার হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচুর সাফল্য এসেছে যার পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে মাননীয় উপাচার্যের সমাবর্তনের ভাষণ থেকে। গবেষকদের কাছ থেকে জেনেছি উপাচার্য মহোদয় গবেষনার ব্যাপারে সর্বদা তৎপর থাকেন এবং সবাইকে উৎসাহ দেন, মাননীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকারাও গবেষনার কাজে তৎপর থাকেন। এবং তাঁরা জ্ঞানী ব্যক্তি। বিশ্ববিদ্যালয় চলুক তার নিজের মতন করে অত্যন্ত মর্যাদা ও সাহসের সঙ্গে। আনন্দের পরিবেশে, স্বাধীনতার পরিবেশে ও মর্যাদার পিরবেশে বিশ্ববিদ্যালয় এগিযে যাক জাতির কল্যাণের জন্য। এগিয়ে থাক নবীনতার পথে।

অনেকদিন হল অবসর নিয়েছি। তাই নিজের মতন করে নির্জনতার সঙ্গে বন্ধুত্বও করে নিয়েছি। এই প্রসঙ্গে Gabriel Garcia Marquez এর একটি ভালো কথা উদ্ধৃত করে শেষ করি এখনকার মতন। "Our critical problem has been a lack of conventional means to render our lives believable. This my friends, is the crux of our solitude."

**Source :**

1) University Diary, 2017.
2) Convocation Address of the Hon'ble Chancellor dt. 9.2.17.
3) Address of the Hon'ble Vice-Chancellor in the Convocation of 9.2.17
4) Other documents lying with me.
5) APJ Abdul Kalam, Wings of Fire, Añ Autobiography.

Downloaded from Vidyasagar University; Copyright (c) Vidyasagar University
http://ecircular.vidyasagar.ac.in/DownloadEcircular.aspx?RefId=201707174782